শিবায়ন কাব্য ও তার কবিগণ

শিবায়ন কি?

শিব মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হয়েছে যে কাব্যে সেই কাব্যকেই বলে শিবায়ন কাব্য।

শিবায়ন কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের একটি ধারা। শিব ও দুর্গার দরিদ্র সংসার জীবন কল্পনা করে মঙ্গলকাব্যের আদলে এই কাব্যধারার উদ্ভব। শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ দেখা যায় – পৌরাণিক ও লৌকিক। মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত হলেও শিবায়ন মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এক কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই কাব্যের দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমটি মৃগলুব্ধ-মূলক উপাখ্যান ও দ্বিতীয়টি শিবপুরাণ-নির্ভর শিবায়ন কাব্য। শিবায়নের প্রধান কবিরা হলেন রতিদেব, রামরাজা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র কবিচন্দ্র ও শঙ্কর কবিচন্দ্র।

★ মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শিবায়নের তুলনা :

(১) মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শিবায়ন রচনার পশ্চাতে সে উদ্দেশ্য ছিল না-- কারণ উঁচু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য শিবকে অন্যদের মতো প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি।

(2) মঙ্গলকাব্যের মতো শিবায়নে দেব খন্ড ও নরখন্ড নেই। রয়েছে কেবল শিবের ঘর গৃহস্থালীর বিবরণ।

শিবায়ণের কবিঃ

১. **শংকর কবিচন্দ্র :**

সপ্তদশ শতকের শিবায়ন কাব্যের কবি শংকর কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের। এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

পৃষ্ঠপোষকতাঃ

বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহের সভাকবি শংকর কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

কাব্য সম্পর্কেঃ

তাঁর লেখা শিবায়ন কাব্যের পুরো পুথি পাওয়া যায়নি। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা শিবায়ন কাব্যের 'মাছধরা পালা' শীর্ষক একটি পালা পাওয়া গিয়েছে। এ পালাটি।বাস্তবধর্মী ও চিত্তাকর্ষক। দেবী পার্বতী মেছুনীর বেশ ধরে শিবকে কামাবিষ্ট করলে শিবের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা গ্রাম্যরুচি সুলভ। ভাগবতামৃত কাব্যের ভূমিকায় মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কবির 'শঙ্খ পরা' নামে আর একটি পালার কথাও উল্লেখ করেছেন।

২. **রামকৃষ্ণ রায় :**

জন্মঃ

সপ্তদশ শতকের কবি রামকৃষ্ণ রায় হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামের কৃষ্ণরায় ও রাধাদাসীর পুত্র। সম্ভবত ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম।

কাব্য সম্পর্কে দু এক কথাঃ

রচনাকাল ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে।কাব্যটি মুদ্রিত হয়নি।প্রায় ৮০০০ পদে তা সম্পূর্ণ।

" শিবমঙ্গল" নামে তিনি তাঁর "শিবায়ন" কাব্যটি রচনা করেছিলেন। পঁচিশটি পালায় এ কাব্যটি বিভক্ত। এতে হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, পুরাণ, স্কন্দপুরাণ মহাভারত প্রভৃতি থেকে শিবকাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। পৌরাণিক শিবকাহিনীর সঙ্গে লৌকিক শিবকাহিনীর সংযোগ ঘটিয়েছিলেন তিনি।

হরগৌরীর বিবাহ ও কোন্দল বর্ণনায় কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় বাংলার সমাজজীবন ও গার্হস্থ্যচিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

৩. রামেশ্বর চক্রবর্তী :

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া বরোদায় (তৎকালীন নাম কর্ণগড়) ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য) "শিবপাঁচালী বা শিব সংকীর্তন" কাব্য রচনা করেন। কবি রামেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী। ঘাটালের কাছে যদুপুর গ্রামে ছিল তাদের পৈতৃকনিবাস। বর্ধমানের জমিদার শোভা সিংহের ভাই হেমৎ সিংহের দ্বারা পৈতৃক বাসভুমি থেকে বিতাড়িত হন কবি এবং কর্ণগড়ে আশ্রয় নেন। কর্ণগড়ের বিদ্যোৎসাহী রাজা যশোবন্ত সিংহের অনুপ্রেরণায় শিবসংকীর্তন কাব্যটি লেখেন। বটতলা থেকে এটি মুদ্রিত হওয়ায় বহুল প্রচারিত হয়।

রামেশ্বর চক্রবর্তীর নামে শিবায়ন কাব্যটি ছাড়া সত্যপীরের ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা পাঁচালি, শীতলা মঙ্গল বা মগপূজা পালা নামে কাব্যের সন্ধান মেলে।

রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তনের একাধিক পুথি পাওয়া গেছে--- এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে আটটি পালা রয়েছে। এ কারণে এ কাব্যকে অষ্টমঙ্গলাও বলা হয়ে থাকে। পৌরাণিক ও লৌকিক দুটি অংশে বিভক্ত রামেশ্বরের কাব্যের প্রথম পাঁচটি পালায় রয়েছে পুরাণভিত্তিক সৃষ্টি কাহিনী, দেবতাদের উৎপত্তি, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে হরপার্বতীর বিবাহ। আর শেষ তিনটি পালায় লৌকিক কাহিনী ভিত্তিক শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কলহ, চাষাবাদ, মাছধরা প্রভৃতি প্রসঙ্গ খুবই জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় বর্ণিত হয়েছে, পার্বতীর গঞ্জনায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকাজের সূচনা। সপ্তম পালায় স্থান পেয়েছে শিবের মাছধরা, বাঙ্গিনীবেশিনী মহামায়ার শিবকে ছলনা, শিব পার্বতীর কৈলাস যাত্রা। এবং শেষ পালা তথা জাগরণ পালায় রয়েছে গৌরীর শাখা পরার বাসনা--- অভিমানে পিতৃগৃহে গমন। শাঁখারীর বেশে শিবের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। হরগৌরীর মিলন।

সংক্ষেপে রামেশ্বর ভট্টাচার্যঃ

জন্মঃ

কবির জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগনার যদুপুর(ঘাটাল) গ্রাম , সাল ১৬৭৭।

কবির বংশ পরিচয়ঃ

পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী বেদজ্ঞ পন্ডিত । পিতা লক্ষণ ও মাতা রুপবতী । দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী । যজন -যাজনের জন্য" ভট্টাচার্য" পদবি গ্রহণ।

কবির বংশ পরিচিতি এরূপঃ

ভট্টনারায়ণ মনির বংশজ যতি নারায়ণ চক্রবর্তী–গোবর্ধন চক্রবর্তী, পত্নী রূপবতী- রামেশ্বর ও ভাই শম্ভুরাম। রামেশ্বরের দুই স্ত্রী––সুমিত্রা ও পরমেশ্বরা, নিবাস অযোধ্যানগরী এবং পূর্ববাস---

‘পূর্বাবাস বিষ্ণুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙে ঘরে

রাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।

স্থাপিয়া কৌশকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে

রচাইল মধুর সঙ্গীত।

'(বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য/আহমদ শরীফ)

কাব্যের নামঃ

শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন।

★ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর মতে ১৭৪৪/৪৫ এ কবির তিরোধান হয় এবং উপাধি ছিল "কবিশেখরী" ।

পৃষ্ঠপোষকতা ও রচনাঃ

কবির পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী রাজা যশোবন্তসিংহের সময়ে কাব্য রচিত ।কবি তাঁর রাজসভার সভাকবি ছিলেন ।অনুমান হয় শিবায়ন কাব্য রচনার শুরু রাম সিংহের আমলে এবং সমাপ্তি তাঁর পুত্র রাজা যশোবন্ত সিংহের আমলে।

শিবায়নে অন্য নামঃ

কবির বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিশেষ আনুগত্য ছিল এবং মোট আটটি পালায় তাঁর কাব্যটির সমাপ্তি ।তাই এটি অষ্টমঙ্গলা" নামে পরিচিত।

অন্যান্য রচনাঃ

কবির ভণিতার চার খানি পুঁথির সন্ধান মেলে---

ক.শিব সংকীর্তন /শিবায়ন ।

খ.সত্যপীরের ব্রতকথা ।

গ.শীতলামঙ্গল ।

ঘ.সত্য নারায়নের ব্রতকথা ।

৪. **দ্বিজ কালিদাস**

দ্বিজ কালিদাস' ‘কালিকাবিলাস' নামে এক শিবচরিত রচনা করেন। সংস্কৃতপুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুসৃতি রয়েছে এর পাঁচালীতে। এ পাঁচালীতে আগমনী আর বিজয়াগানও রয়েছে। এতে গুরুত্ব দিয়েই হয়তো কবি ‘কালিকাবিলাস' নাম রেখেছেন তার কাব্যের । কবি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষপাদের লোক।

৫. **দ্বিজ মণিরাম**

দ্বিজ হরিহরপুত্র দ্বিজ মণিরাম ওরফে দ্বিজ সুন্দর বা সুন্দর রায় বৈদ্যনাথমঙ্গল প্রণেতা। কবি সম্ভবত সিলেটবাসী ছিলেন। দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবই বৈদ্যনাথমঙ্গলে বর্ণিত বিষয় । এই বৈদ্যনাথ।কুষ্ঠ অন্ধত্ব প্রভৃতি রোগের নিরাময় দাতাঃ

"অন্ধ রোগী জরা ব্যাধি কুষ্ঠেত বিখ্যাত

দরশন মাত্রে মুক্ত করে জগন্নাথ।"

- স্থানিকভাবে এ দেবতা সূর্য ও ধর্মঠাকুরের প্রতিরূপ।

৬. **লক্ষ্মণ বা বিনয় লক্ষ্মণ**

ইনি ‘শিবের গীত' নামের পাঁচালী রচয়িতা। এটি অঙ্গে ও অন্তরে গীতিকা। কাহিনীও অভিনব । গৌরীর রূপমুগ্ধ চার দৈত্যের মুখে গৌরীর রূপলাবণ্যের কথা শুনে শিব ভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্পোদ্যানের অশোকতরু মূলে এসে পার্বতীকে পেয়ে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। গোপন বিয়ের কথা মুনিদের জানা ছিল না বলে তাঁরা গৌরীর সতীত্বে সন্দিহান হন, ফলে পার্বতীকে সীতার মতোই সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তারপর শিবের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হলো। উপদেশাত্মক ও গীতিকার কবি আঠারো শতকের শেষের দিকে কিংবা ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়।

★আঠারো ও উনিশ শতকের দ্বিজ ভগীরথ রাজা।পৃথিচন্দ্র, হরিচরণ আচার্য, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ রামচন্দ্র, প্রাণচন্দ্র, দ্বিজ সৃষ্টিধর প্রভৃতিও হরচরিত্র রচনা করেন।

আলোচকঃ সাজিদুল মণ্ডল, (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), করিমপুর, নদিয়া।

গ্রন্থ ঋণঃ

১.বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / সুকুমার সেন

২.বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা/ গোপাল হালদার

৩.বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য/ আহমদ শরীফ

৪.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস(আদি ও মধ্য পর্ব)/ অশোককুমার মিশ্র

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/ শ্রীমন্তকুমার জানা

৬.বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস / ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায়

৭.বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতি(একাদশ শ্রেণি)

৮.বঙ্গভাষার লেখক(১ম খন্ড)/ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৯. বাংলা সাহিত্যের পরিচয়(প্রাচীন ও মধ্য) / শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মৃগলুব্ধ

শিবায়ন কাব্যের দুটি ধারা; একটি শিবায়ন ও অন্যটি মৃগলুব্ধ উপাখ্যান । মৃগলুব্ধ কাব্যের সংখ্যা দুটি- একটি দ্বিজ রতিদেবের ‘মৃগলুব্ধ’, অন্যটি রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ সংবাদ’। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৩২২ বঙ্গাব্দে কাব্যদুটি প্রকাশ করেন । রতিদেব চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । কাব্যে আছে-

“রস অংক বাউ শশী শাকের সময় ।

তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ ।।”

অর্থাৎ, ১৫৯৬ শকে বা ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে রতিদেবের কাব্য লেখা হয়েছিল ।

সুকুমার সেনের মতে, রামরাজার প্রকৃত নাম শিশুরাম রায় । করিম সাহিত্যবিশারদের মতে কবি মগ বংশের মানুষ । রতিদেবের কাব্যের সাথে রামরাজার কাব্যের অনেক মিল আছে । কবি ভনিতায় লিখেছেন, “শংকর কিংকর রামরাজা” । মৃগলুব্ধ আখ্যানকাব্য বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । শিবকাহিনী একমাত্র শিবায়ন কাব্যেই সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হয়েছে । অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী সময়ে আর কোন শিবায়ন কাব্য লেখা হয়নি ।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট